ভূমিকা

‘বিজ্ঞানরহস্য’, ‘সামা’ এবং ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ এবং পরবর্তী জীবনের অনুশীলন-তত্ত্বানুসারে রচনাবলীতে বক্ষিমচন্দ্রের মনের যে দিকের পরিচয় পাই, তাহাকে তাহার সবসময় ও অনুপস্থিত সাধারণ গায়ক দিকে বলিতে পারি। ‘বঙ্গদর্শনের’ প্রধান-সম্পাদক-হিসাবে পৃষ্ঠাপূর্ণ এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার জন্য পত্রিকার অঙ্গনের সম্পাদকের জন্য অর্থাৎ সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সরাসরি বক্ষিমচন্দ্রের আলোচনা অত্যন্ত লম্বা বিষয় লইয়া ও ব্যঞ্জনা ও রসিকতার ভঙ্গীতে সেখানে ধারণ করিতে হইয়াছে—'কলামাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম উড়ের জীবনচরিত' বক্ষিমচন্দ্রের বিপরীত বা লম্ব দিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঙ্গীর গলা অথবা ঈশ্বর ওপরের সমাজবিশ্বাস করিতে যে অর্থে লম্বু, বক্ষিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লম্বু নহে। তাহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপমান-লাভনার আলা ও বেদনার অঞ্চল বুকাইয়া আছে। ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ বক্ষিমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে পারেন নাই, 'লোকরহস্য' ও 'কলামাকান্তে' বিদ্রোহের আবেদনে সে সকল কথা অতি সহজই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতান্তরগতিতাকার বিরুদ্ধে হেরেমের পরেই কলামাকান্তী বক্ষিমের এই বিদ্রোহ। ভঙ্গীর দিকে দিয়া 'লোকরহস্য'ও কলামাকান্তী। বক্ষিমচন্দ্র যেমন ঈশ্বরে 'কোলেক্টর ও রহস্য' (প্রথম সংক্ষেপের টাইটেল পেজে) বলিয়াছেন।

'বঙ্গদর্শন' ও ‘প্রচার’ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির সহিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির কিছু কিছু পার্থক্য আছে। হাইস মিলাইয়া দেশিতে ছাড়েন, তাহাদের স্বাধীনতা জন্য প্রবন্ধগুলির প্রকাশের তালিকা, সাংখ্য্য ও পৃষ্ঠাসহ নিয়ে দেওয়া হইল—

বঙ্গদর্শন

ব্যাখ্যার্থ রুহল্লাকুল, প্রথম প্রবন্ধ—বৈদ্যুষ, ১২৭২, পৃ. ৩৮-৪৪

এই বিপ্লব প্রবন্ধ—আলোচনার, ১২৭২, পৃ. ৫৫-১৫১

ইংরেজ সচেতন—অঃ লাহোর, ১২৭২, পৃ. ৩৬৯-৩৭১

বাবু—কাছাড়, ১২৭২, পৃ. ৫১০-৫১৩

গুরুদক্ষিণ—আলোচনা, ১২৮০, পৃ. ১৮৭-১৮৯
রামপত্তা দগ্ধবিধির আইন
—অষ্টা, ১২৮০, পৃ. ১২৩-১৩১
—বৈশ্বাস, ১২৮০, পৃ. ১৭-২০
—চৈত্র, ১২৮০, পৃ. ৫৫৪-৫৬১
রামায়ণের সমালোচনা
—পৌরী, ১২৭৯, পৃ. ৪২০-৪২২

[ ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে (পৃ. ৯৯) মাত্র উপরের রচনা কয়টি ছিল। ]

বর্ষ সমালোচনা
—অগ্রহায়ণ, ১২৮২ পৃ. ৩১-৩৮৪
কোন “স্পেশিয়ালের” পত্র
—কাঞ্জি, ১২৮২, পৃ. ৩১৩-৩১৭
Bransonism
—কাঞ্জি, ১২৮২, পৃ. ৫৭৯-৫০৫
হস্তক্ষেপ মূল্যবাদ
—মাহ, ১২৮২, পৃ. ৪৭১-৪৭৫

প্রচার
গ্রামা কথা, প্রথম সংখ্যা
—ভাজ, ১২৯১, পৃ. ৬২-৬৮
—পৌরী, ১২৯১, পৃ. ১৯০-১৯৪
বাঙালি সাহিত্যের আদর
—চৈত্র, ১২৯১, পৃ. ৩২৭-৩৩২
New Year’s Day
—পৌরী, ১২৯২, পৃ. ৩০৭-৩৩০

‘লোকরহস্য’ সমধূমে সমালোচনামূলক বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনও প্রবন্ধাদি লেখা হয় নাই।

১৮৯৬ সালে রাদিকে লাগতে প্রকাশিত The Indian Magazine and Review পত্রের মাধ্যমে মিরিয়ম এস. নাইট-কুড়ি “সুবর্ণগোলকের” অবস্থান “The Globe of Gold” নামে প্রকাশিত হয়।

* রচনাটির শেষে ‘বর্ণদর্শনের’ “কমান” লেখা ছিল।

* এই প্রবন্ধটি বিভাগে সংস্করণে পুনর্লিখিত। ‘বর্ণদর্শনে’ ও প্রথম সংস্করণে “শ্রীমদ্ভুবনেশ্বর
শ্রীমরামকচর্যালী” ছিল।